بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুম'আ

# আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ এবং হযরত সাদ বিন মুআয রাজিআল্লাহু আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ২৬ জুন ২০২০ তারিখের

## খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

**তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ**

গত খুতবায়ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল, অবশিষ্ট কিছু অংশ রয়ে গিয়েছিল, যা আজ বর্ণনা করব। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর দানশীলতা সর্বজনবিদিত ছিল আর আর্থিক কুরবানীও তিনি অনেক করেছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ ওসীয়্যত করেছিলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে যেন তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে চারশ' দিনার করে প্রদান করা হয়। অতএব এটি বাস্তবায়ন করা হয় আর তখন সেই সাহাবীদের সংখ্যা ছিল একশত। মহানবী (সাঃ) যখন সাহাবীদেরকে তাবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন তখন তিনি (সাঃ) সম্পদশালীদের আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থ ও বাহন সরবরাহ করারও আহ্বান জানান। তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) একশ' উকিয়া দান করেন। তিনি (সাঃ) বলেন, উসমান বিন আফ্ফান এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ পৃথিবীতে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডারের মাঝে দুইটি ধনভাণ্ডার যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে থাকে।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ হযরত উসমান (রাঃ)এর কাছ থেকে চল্লিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে একটি জমি ক্রয় করেন আর সেটি বনু যোহরার দরিদ্র ও অভাবী এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মাঝে বণ্টন করে দেন। মিসওয়ার বিন মাখযামা বলেন, আমি যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)কে এই জমি থেকে তার অংশ প্রদান করি তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, এটি কে পাঠিয়েছে। আমি বললাম, আব্দুর রহমান বিন অওফ পাঠিয়েছেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর তোমার সাথে কেবল সে-ই সদ্ব্যবহার করবে যে অতিশয় ধৈর্য শীল। এরপর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি আব্দুর রহমান বিন অওফকে জান্নাতের ঝরনা সালসাবীলের পানীয় পান করাও।

একবার মদিনায় খাদ্যদ্রব্যের দুর্ভি ক্ষ দেখা দেয়। এরই মাঝে সিরিয়া থেকে সাত

শত উট বোঝাই গম, আটা এবং খাদ্যদ্রব্যের কাফেলা মদিনায় আসে। এর ফলে মদিনার সর্বত্র হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, এত হৈচৈ কিসের। জানানো হয় যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর সাত শত উটের কাফেলা এসেছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি মহানবী (সাঃ)এর কাছে শুনেছি, তিনি (সাঃ) বলতেন, আব্দুর রহমান হাঁটুতে ভর করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্ত বর্ণনা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)এর কাছে পেঁৗছলে তিনি (রাঃ) তাঁর (অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীনের) সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে মা! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, এই সমস্ত মালামাল এবং খাদ্যদ্রব্য আর এই সকল খাদ্যশস্য ও উটের গদী পর্যন্ত আমি আল্লাহ্‌র পথে দান করছি, যেন আমি হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। একবার তিনি একদিনে ত্রিশজন ক্রীতদাস স্বাধীন করেছিলেন।

একদা তিনি নিজের অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করে দেন যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। এছাড়া একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম, আরেকবার চল্লিশ হাজার দিনার আল্লাহ্‌র পথে সদকা করেন। একবার পাঁচশত ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেন। আরেকবার পাঁচশত উট আল্লাহ্‌র পথে দান করেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)এর পুত্র আবু সালামা রেওয়ায়েত করেন যে, আমাদের পিতা উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের (রাঃ) জন্য একটি বাগান ওসীয়্যত করেন। সেই বাগানের মূল্য ছিল চার লক্ষ দিরহাম। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার নিমিত্তে পঞ্চাশ হাজার দিনার ওসীয়্যত করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)এর ইন্তেকাল হয় ৩১ অথবা ৩২ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ৭২ বছর জীবন লাভ করেন, কারো কারো মতে যা ছিল ৭৮ বছর। জান্নাতুল বাকী-তে তিনি সমাহিত হন। হযরত উসমান (রাঃ) তার জানাযার নামায পড়ান।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তাঁর নাম হলো, হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ)। হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এর সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের শাখা বনু আব্দিল আশহাল-এর সাথে। তিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের পূর্বে ই মদিনায় চলে এসেছিলন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)এর নির্দেশ অনুসারে তিনি (রাঃ) মানুষকে ইসলামের পানে আহ্বান জানাতেন এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমাদের নারী-পুরুষের সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম। অতঃপর সেই দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই, পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। আর সা'দ এবং উসায়েদ নিজ হাতে স্বজাতির প্রতিমা বের করে ভেঙে ফেলেন ।

সা'দ বিন মুআয এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের, উভয়ে শীর্ষ পর্যায়ের সাহাবীদের মাঝে গন্য হন। মদিনার আনসারদের মাঝে সেরূপ মর্যাদা রাখতেন। এই যুবক পরম নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত এবং ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ এক ভক্ত প্রমাণিত হন। তারা যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করায় মহানবী (সাঃ)এর এ কথা বলা যে, সা'দের মৃত্যুতে রহমান খোদার আরশও প্রকম্পিত হয়েছে–গভীর সত্যভিত্তিক উক্তি ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, মহানবী (সাঃ)এর মদিনায় আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলুল ও তার মুশরেক সাথিদের নামে হুমকিমূলক একটি পত্র আসে যে, তোমরা মুহাম্মদ

(সাঃ)কে আশ্রয় দেয়া থেকে বিরত হও নইলে তোমাদের ভালো হবে না। মদিনায় এই চিঠি পৌঁছার পর আব্দুল্লাহ্ ও তার সাথীরা, যারা পূর্ব থেকেই ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ভেতরে ভেতরে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ লালন করত, তারা মহানবী (সাঃ)এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ) এর বোঝানোর ফলে তারা (যুদ্ধের) এই সংকল্প পরিত্যাগ করে। কুরাইশরা এই দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থ হয়ে কয়েকদিন পর অনুরূপ আরেকটি চিঠি মদিনার ইহুদিদের নামে প্রেরণ করে। প্রকৃতপক্ষে মক্কার কাফেরদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে যেকোন মূল্যে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

সুতরাং এ ধরনের ঘটনা অনেক আছে যাতে করে কুফ্ফারে মক্কার নোংরা উদ্দেশ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, মদিনার একজন সম্ভ্রান্ত নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ), যিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন, কাবাগৃহ তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করলে আবু জাহল তাকে দেখে খুবই রাগান্বিত হয়ে বলে, তোমরা কি মনে কর যে, (নাঊযুবিল্লাহ্) সেই মুরতাদ মুহাম্মদ (সাঃ)কে আশ্রয় দেওয়ার পরও তোমরা নিরাপদে কাবা গৃহের তাওয়াফ করতে পারবে? সেইসাথে তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা তাঁর সুরক্ষা ও সহায়তার শক্তি রাখ? খোদার কসম! এখন যদি আবু সাফওয়ান তোমার সাথে না থাকত তাহলে তুমি তোমার পরিবারের কাছে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতে না। সা'দ বিন মুআয (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি আমাদেরকে কাবার (তাওয়াফ) করতে বাধা দাও তাহলে স্মরণ রেখ, তোমরাও সিরিয়ার (বাণিজ্য) যাত্রায় নিরাপত্তা পাবে না।

হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সাথে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধের দিন অওস গোত্রের পতাকা হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর হাতে ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর আবেগ ও উদ্দীপনা এবং মহানবী (সাঃ)এর প্রতি ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গের বহিঃপ্রকাশ সেই ঘটনা থেকেও অনুমেয় যেখানে বদর-প্রান্ত রে তিনি মহানবী (সাঃ)কে নিজ মতামত জানিয়েছিলেন। যখন মহানবী (সাঃ) সব সাহাবীকে একত্র করে কুফ্ফারে মক্কার এই সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করে বলেন, এখন কী করা উচিত? কতিপয় সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! বাহ্যিক উপকরণকে দৃষ্টিপটে রাখলে এটিই উত্তম মনে হয় যে, আমরা যেন কাফেলার মুখোমুখি হই, কেননা সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য আমরা এই মুহূর্তে পুরোপুরি প্রস্তুত নই। কিন্তু তিনি (সাঃ) এই মতামতকে পছন্দ করেন নি। অপরদিকে এই পরামর্শ শোনার পর জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা একে একে দাঁড়িয়ে আত্মোৎসর্গের চেতনায় উদ্বুদ্ধকারী বক্তৃতা করেন এবং বলেন, আমাদের প্রাণ ও সম্পদ সবই খোদার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমরা সকল ক্ষেত্রে সব ধরনের সেবার জন্য প্রস্তুত আছি। অতএব মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ), যার আরেকটি নাম ছিল মিক্বদাদ বিন আমর, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আমরা মূসার অনুসারীদের মতো নই যে, আপনাকে উত্তরে বলব– যাও! তুমি আর তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে আছি। বরং আমরা বলছি যে, আপনি যেখানে খুশি নিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি, আর আমরা আপনার ডানে ও বামে এবং সামনে ও পিছনে থেকে লড়াই করব। এই বক্তৃতা শুনে তাঁর (সাঃ) পবিত্র চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কিন্তু তখনও তিনি (সাঃ) আনসারদের উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি (সাঃ) চাচ্ছিলেন কোন আনসারী নেতাও যেন এসব কথা-ই বলে। অতএব এরূপ আত্মোৎসর্গের চেতনায় উদ্বুদ্ধকারী বক্তৃতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সাঃ) এ কথাই বলতে থাকেন যে, ঠিক আছে, আমাকে আরো পরামর্শ দাও যে, কী করা উচিত? অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয তাঁর (সাঃ) মনোবাসনা বুঝতে পারেন আর আনসারদের পক্ষ থেকে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আপনি

হয়ত বা আমাদের মত জানতে চাচ্ছেন। খোদার কসম! আমরা যেহেতু আপনাকে সত্য মেনে আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের হাত আপনার হাতে শপে দিয়েছি, কাজেই এখন আপনি যেখানে খুশি যান, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তাহলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও পিছনে থাকবে না। ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা আপনি আমাদের সবাইকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যশীল পাবেন। এছাড়া আমাদের পক্ষ থেকে সেই বিষয় দেখতে পাবেন যা আপনার চোখকে স্নিগ্ধ করবে। এই বক্তৃতা শুনে তিনি (সাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অগ্রসর হও আর আনন্দিত হও, কেননা আল্লাহতা'লা আমাকে এই প্র তিশ্র ৎতি দিয়েছেন যে, কাফেরদের এই দুটি দলের, অর্থাৎ সেনাবাহিনী অথবা কাফেলার মধ্য থেকে যে কোন একটি দলের বিরুদ্ধে তিনি আমাদেরকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। আর খোদার কসম, আমি যেন এখন সেসব স্থান দেখতে পাচ্ছি যেখানে শত্রুদের লোকেরা নিহত হয়ে পড়ে থাকবে। এরপর এমনই ঘটে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, যাহোক এখনো তাঁরই স্মৃতিচারণ চলছে। বাকিটা ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা পরবর্তী খুতবায় বর্ণিত হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ عِبَادَ
اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

To

**BOOK POST**
**PRINTED MATTER**

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
26 June 2020

FROM

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B